KmThrough Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন মাজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা আক্তার

রোলঃ 216022036

২ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরআন মাজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা আক্তার

রোলঃ 216022036

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কোরআন মাজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা আক্তার, আইডিঃ 216022036 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কোরআন মাজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Fatima Akter

(স্বাক্ষর)

ফাতেমা আক্তার

আইডিঃ 216022036

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২ জুন, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ভুমিকা

আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী। শব্দ ও অর্থসহ তা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সৃষ্টি কুলের জন্য রহমত, সুসংবাদদাতা, ভীতিপ্রদর্শনকারী,আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং উদ্দীপ্ত আলোক বর্তিকাস্বরুপ।

আল্লাহ তাআলা বলেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ، لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ .

যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসার আশাবাদী, যা কখনও লোকসান হয় না, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দান করেন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল, অত্যন্ত গুণগ্রাহী। -সূরা ফাতির (৩৫) : ২৯-৩০

কুরআনের পরিচয়

কুরআন (আরবি: القرآن الكريم) ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। মুসলমান বিশ্বাস করেন যে এটি আল্লাহর বাণী, যা জিব্রীল (আঃ) এর মাধ্যমে নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনকে ইসলামের ভিত্তি বলা হয় এবং মুসলিম জীবনের সমস্ত দিক সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রদান করে।

আল-কুরআনুল কারীম হচ্ছে মহান আল্লাহর বানী,যা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিলকৃত,তার নিকটে এর শব্দ ও অর্থ উভয়টিই ওহী আকারে প্রেরিত,যা মুসহাফ লিপিবদ্ধ, মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত এবং যা তেলাওয়াত করা ইবাদত হিসেবে পরিগনিত।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা ওহী আকারে প্রেরণ করেছেন, তিনি নিজেই তার নাম দিয়েছেন ‘ আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا

নিশ্চয় আমরা আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি ক্রমে ক্রমে। (সূরা আল-ইনসান : ২৩)

কুরআনের বিভিন্ন নাম

কুরআনের বেশি কিহর নাম রয়েছে। যেমন-হুদা(পথনির্দেশক),যিকর (উপদেশ বাণী),ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী),নূর(আলো),বুরহান (প্রমাণ),হাকীম(মহাজ্ঞানপূর্ণ), ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ‘তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার উপর ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) নাযিল করেছেন যেন তা জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে (ফুরকান ১)।

পবিত্র কুরআনের বিশেষত্বসমূহ

১.কুরআন আল্লাহ প্রেরিত কিতাব : আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে মানবতার হেদায়াতের জন্য যেসব কিতাব অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোকে আসমানী কিতাব বলা হয়। আল-কুরআন হল সর্বশেষ আসমানী কিতাব, যা বিশ্বমানবতার পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন- وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'নিশ্চয় এ কুরআন বিশ্ব জাহানের রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে *(শু'আরা ১৯২)*।

২.কুরআন হল নূর বা আলো : অজ্ঞতার নিকষ কৃষ্ণাধারে দিকভ্রান্ত মানবজাতিকে পথের সন্ধান দেয়ার জন্য চিরন্তন দেদীপ্যমান আলোকবার্তা বা নূর হল আল-কুরআন। আললাহ তা'আলা বলেন- قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আলো ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদেরকে শান্তির পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তুষ্টির পথ অনুসরণ করে এবং নিজ অনুমতিতে তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করেন। আর তাদেরকে সরল পথের দিকে হেদায়াত দেন' *(মায়িদাহ ১৫-১৬)*।

৩.কুরআন মানবজাতির জন্য পথপ্রদর্শক : মানবজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে পরিচালিত হবে, তার খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন - وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 'আমি তোমার নিকট এই কিতাব নাযিল করেছি সবকিহরর সুস্পষ্ট বর্ণনা সহকারে। আর এটা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারীদের জন্য হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ' *(নাহল ৮৯)*।

৪.কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত : পবিত্র কুরআন যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত এবং অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'নিশ্চয় আমি উপদেশবাণী তথা কুরআন নাযিল করেছি এবং নিঃসন্দেহে এর হেফাযতকারী আমি নিজেই' *(হিজর ৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

‘তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত’ *(নিসা ৮২)*।

৫.কুরআন রামাযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে : পবিত্র কুরআন রামাযান মাসের লাইলাতুল ক্বদরে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ‘রামাযান এমন মাস যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়েত ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্যবিধানকারী’ *(বাক্বারাহ ১৮৫)*।

৬.কুরআন মুমিনদের জন্য রহমত : কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবে নাযিল করা হয়েছে। যারা এ কুরআন পড়বে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে তারা আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন- وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ‘আর আমি কুরআন নাযিল করেছি যা মুমিনদের জন্য শেফা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়’ *(বনী ইসরাঈল ৮২)*।

৭.কুরআন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস : কুরআন মাজীদ সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস। এতে বর্ণিত সবকিহরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভুল প্রমাণিত হয়েছে। কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ‘ইয়া-সীন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ’ *(ইয়াসীন ১-২)*। بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ‘বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা (কুরআন) সুস্পষ্ট নিদর্শন *(আনকাবুত ৪৯)*।

৮.কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য চ্যালেঞ্জ : কুরআনের মত কোন কিতাব মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। প্রায় পনেরশত বছর পূর্বের এই চ্যালেঞ্জ আজ পর্যন্ত কেউ মুকাবেলা করতে সক্ষম হয়নি। আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ সক্ষমও হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন- قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ‘বল, যদি মানব ও জ্বিন জাতি সবাই মিলে একত্রিত হয় যে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিহর আনয়ন করবে, তারা এ কুরআনের অনুরূপ কিহরই আনয়ন করতে পারবে না, যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়’ *(বনী ইসরাঈল ৮৮)*।

৯.কুরআন জীবন্ত মু'জিযা : মক্কার কাফের-মুশরিকরা যখন রাসূল (ছাঃ)কে তাঁর নবুয়তের সত্যতা স্বরূপ মু'জিযা দেখাতে বলল, তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِم 'তাদের জন্য (কাফেরদের) এই কিতাবই কি (মু'জিযা হিসাবে) যথেষ্ট নয়, যা তাদের সম্মুখে পাঠ করা হয়? অর্থাৎ এই কুরআন নিজেই তো একটি জীবন্ত মু'জিযা এবং নবুওতের স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ মানবজাতির জন্য।

১০.কুরআন শিক্ষা সহজ : কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির জ্ঞানলাভের জন্য সহজতর করে দিয়েছেন। কুরআনের ঘোষণা- وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر 'আর আমি তো কুরআন শেখার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশগ্রহণকারী আছে কি?' *(আল-ক্বামার ১৭)*।

কুরআনের প্রতি মানুষের হক্ব

পবিত্র কুরআন কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। এটা এমন এক গ্রন্থ যা আল্লাহ রাববুল আলামীন বিশ্ব মানবতার হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। অতএব কুরআনের প্রকৃত হক্ব আদায় করার জন্য মানুষের উপর অবশ্য পালনীয় কিছর কর্তব্য রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১. কুরআন শিক্ষা ফরয : প্রত্যেক মুসলিমকে কুরআন পড়া জানতে হবে। যে নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবে, তাকে অবশ্যই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শিক্ষা করা ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 'পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক ১)*। আল্লাহ আরো বলেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَاب 'আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে *(ছোয়াদ ২৯)*।

উম্মতকে কুরআন শিক্ষার নির্দেশ দিয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন, تعلموا القرآن وسلوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا فإن القرآن يتعلمه ثلاثة نفر رجل يباهى به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله ‘তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং কুরআনকে আল্লাহ্র নিকট জান্নাত লাভের অসীলা বানিয়ে নাও, সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন মানুষ দুনিয়াবী স্বার্থে কুরআন শিখবে। কেননা তিন প্রকার মানুষ কুরআন শিক্ষা করে-(১) ঐ ব্যক্তি যে তা নিয়ে গর্ব-অহংকার প্রকাশ করে। (২) ঐ ব্যক্তি যে তা দিয়ে পেট চালাতে চায়। (৩) যে ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই তা পাঠ করে *(বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫৮)*।

তিনি আরো বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآن وَعَلَّمَه ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে কুরআন নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়’ *(বুখারী, মিশকাত ২১০৯)*।

২. কুরআনের চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া : কুরআন শুধু শিক্ষা করাই যথেষ্ট নয়; বরং কুরআনের শিক্ষাকে নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে। আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি? كان خلقه القرآن ‘তাঁর চরিত্র ছিল কুরআন’ *(আহমাদ হা/২৪৬৮৫)*। আলী (রাঃ) বলেন, اعْمَلُوا بِهِ ، فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُم ‘হে কুরআন বহনকারী! বা হে জ্ঞানী! তুমি কুরআনের উপর আমল কর, কেননা ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল। কুরআনের ইলমের সাথে তোমার আমলকে মিলিয়ে নাও। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের অবির্ভাব হবে যারা জ্ঞানের অধিকারী হবে বটে; কিন্তু তাদের জ্ঞান তাদের কণ্ঠনালীও অতিক্রম করবে না’ *(দারেমী হা/৩৮২, সনদ ত্রুটিযুক্ত)*।

৩. কুরআনের শিক্ষাকে প্রচার করা : কুরআনের শিক্ষাকে প্রচারের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه ‘হে রাসূল! আপনার প্রভুর পক্ষ হতে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা (মানুষের কাছে) পৌঁছে দিন এবং যদি আপনি না করেন তবে আপনি

তাঁর রিসালাত পেঁŠছালেন না *(মায়েদা ৬৭)*।' এ নির্দেশের আলোকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কুরআনের প্রচার-প্রসারে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছেন। উম্মতকেও এ দায়িত্ব পালনের জন্য জোর তাক্বীদ দিয়ে তিনি বলেন, بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً 'তোমরা আমার পক্ষ থেকে (আল্লাহ্র বাণী) পৌঁছিয়ে দাও, যদি একটি আয়াতও হয় (তবুও)' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

৪. কুরআন নিয়মিত তেলাওয়াত করা : কুরআন তেলাওয়াত একটি বড় ইবাদত। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বহু স্থানে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত নিয়ে আলোচিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) প্রতি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াতে রত থাকতেন। আবু হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে রাতের ছালাত আদায় করলাম। এসময় তিনি এক রাক'আতেই সূরা বাক্বারা, আলে ঈমরান ও নিসা পড়েন *(নাসাঈ হা/১০০৯, ছহীহ)*। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআন তেলাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন, يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ- قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا- نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا- أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিছুর অংশ ব্যতীত। রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিছুরটা কম কর। অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন তেলাওয়াত কর *(মুয্যাম্মিল ১-৪)*।

৫. কুরআনকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা : কুরআনকে অবশ্যই কুরআনের মর্যাদা দিতে হবে। কুরআনকে সর্বদা উঁচু স্থানে রাখতে হবে। কেননা কুরআন অন্যান্য গ্রন্থের মত নয়। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب 'যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই' *(হজ্জ ৩২)*। সুতরাং কিতাব খোলা রেখে গল্পগুজব করা বা উঠে যাওয়া অসম্মানজনক কাজ। মানুষের হৈ-হল্লা হয় এমন স্থানেও কুরআন তেলাওয়াত বাজানো ঠিক নয়। কিতাবের পৃষ্ঠা মুড়া বা অহেতুক দাগাদাগি করাও ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُون 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর' *(আ'রাফ ২০৪)*

কুরআন শিক্ষা ও তিলাওয়াতের ফযীলত

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী আইন-কানূন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআনই চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গৃহীত। এতেই মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও ঘটনার বিবরণ রয়েছে। কুরআন আল্লাহর কিতাব। এর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা ইবাদত। এটি মানুষের যাবতীয় কল্যাণের উৎস। তার থেকে দূরে সরে যাওয়ার মাধ্যমেই মানুষ অকল্যাণে নিপতিত হয়। কুরআনের মাধ্যমে বিবিধ কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হয়, যা একজন ব্যক্তিকে ক্রমাগত আরও কিছু অনুসন্ধান করার পথ দেখায়, যাতে সে এর মাধ্যমে উভয় জাহানে সম্মানিত হয়। আর কুরআন তেলাওয়াতকারীর উপর কল্যাণ বর্ষিত হয়। কেননা পবিত্র কুরআন পঠিত কোন সাধারণ বইয়ের মতো নয়। এটি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী। যা তিনি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকট গোটা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন। যেন এর মাধ্যমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেন। তাই নিম্নে পবিত্র কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযীলত সমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাতের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

১. কুরআন তেলাওয়াত এক চিরস্থায়ী লাভজনক ব্যবসা : কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর সাথে বান্দার একটি লাভজনক ব্যবসা। বিভিন্ন ব্যবসায় লাভ এবং ক্ষতি দুটিরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু এখানে লাভ ছাড়া কোন প্রকার ক্ষতির অংশ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন- إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ‘যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে, আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার, যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো অধিক দান করবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(ফাতির ২৯-৩০)*।

২. অফুরন্ত ছওয়াব অর্জন : কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিরাট ছওয়াব অর্জন করার সুযোগ রয়েছে। এর সাথে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم حَرْفٌ،

وَلَكِنْ أَلْفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْف ‘যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না যে, আলিফ-লাম-মীম একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*।’ এছাড়া নির্ধারিত সময় ও দিনে কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠে বহু ফযীলত নিহিত রয়েছে। যেমন যদি কোন ব্যক্তি শুক্রবারে সূরা কাহাফ পড়ে, তবে তা পরবর্তী জুম‘আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকু তার জন্য আলোকিত করে রাখে (অর্থাৎ তার ছওয়াব ও কল্যাণ সে লাভ করে) *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৭৫, হাসান)*।

৩. কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সর্বোত্তম ব্যক্তি : কুরআন শিক্ষার মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভূত কল্যাণ অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন ‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সেই যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়’ *(বুখারী, মিশকাত ২১০৯)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشُقُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ‘কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি পুণ্যবান, সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে থাকবে, আর যে ব্যক্তি কষ্টের সাথে বারবার চেষ্টা করে কুরআন পড়ে, তার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*।

৪. কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে : ‘কেয়ামতের ভয়াবহ দিনে কুরআন তেলাওয়াতকারীর পক্ষে সুপারিশ করবে। এটা বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِه ‘তোমরা কুরআন তেলাওয়াত কর, কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*।

৫. কুরআন পড়া উত্তম সম্পদ অর্জন : কুরআন পড়া বা শিক্ষা দেয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ অর্জন করার সমতুল্য। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহ্র কুরআন হতে দুটি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না? তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি আয়াত তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়াত চার উট অপেক্ষা উত্তম।

অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা উত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১০)*।

৬. কুরআন তেলাওয়াত ঈমান বৃদ্ধি করে : কুরআন তেলাওয়াত বান্দাহ্র জন্য এমন উপকারী যে, তা তেলাওয়াত করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُون 'মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে' *(আনফাল ২)*। কুরআনে আরো এসেছে, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِه 'যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। তারাই এর প্রতি ঈমান এনেছে' *(বাক্বারা ১২১)*।

৭. কুরআন শিক্ষা অন্তরের প্রশান্তি : মানব জীবনে অর্থ বা অন্যান্য কারণে জাগতিক তৃপ্তি আসলেও প্রকৃত তৃপ্তি ও শান্তি লাভ কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে, الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب 'যারা ঈমান আনে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহ্র যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায় *(রা'দ ২৮)*।

৮. কুরআনের ধারক-বাহক ঈর্ষণীয় ব্যক্তি : কোন ব্যক্তি কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে তার হক আদায় করে তেলাওয়াত করলে তার সাথে ঈর্ষা করা যাবে অর্থাৎ তার মত হওয়ার আকাঙ্খা করা যাবে, যাকে গিবতাহ বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار 'একমাত্র দুই ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা যায়। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের ইলম দান করেছেন, সে দিবা-রাত্রি ঐ কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকে...*(মুত্তাফাক আলাইহ হা/২০২)*।

৯. জান্নাত লাভ : প্রত্যেক মুমিনের সর্বোচ্চ কামনা হল জান্নাত লাভ। কুরআন শিক্ষা করা মানুষের জন্য জান্নাত লাভের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -- وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَان 'ছিয়াম ও কুরআন কিয়ামাতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে...কুরআন বলবে, হে আমার রব! আমাকে অধ্যয়নরত থাকায় রাতের ঘুম থেকে আমি তাকে বিরত

রেখেছি। তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩)*।

কুরআন শিক্ষা না করার পরিণতি

১. রাসূল (ছাঃ)-এর অভিযোগ পেশ : কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তা‘আলার অনুমতিতে রাসূল (ছাঃ) উম্মাতের জন্য শাফা‘আত করবেন। কিন্তু যারা কুরআন শিক্ষা করেনি, কুরআনের যেসব হক্ব রয়েছে তা আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন নবী (ছাঃ) তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ পেশ করবেন। কুরআনে এসেছে, وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ‘আর রাসূল বলবেন, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমার কওম এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছে’ *(ফুরকান ৩০)*। ইবন কাছীর বলেন, কুরআন না পড়া, তা অনুসারে আমল না করা, তা থেকে হেদায়াত গ্রহণ না করা, এ সবই কুরআন পরিত্যাগ করার শামিল *(৬/১৮৮ পৃঃ)*।

২. কিয়ামত দিবসে অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে : যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে থাকল, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন অন্ধ, মূক ও বধির হয়ে উঠবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ‘আর যে আমার যিকর (কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয় তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ অবস্থয় উঠাব। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন? তিনি বলবেন, অনুরূপভাবে তোমার নিকট আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল’ *(ত্বহা ১২৪-১২৬)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ‘আমি কিয়ামতের দিন তাদেরকে সমবেত করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায়, অন্ধ অবস্থায়, মূক অবস্থায়, বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখন

জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে আমি তখন তাদের জন্য অগ্নির দাহিকাশক্তি আরও বাড়িয়ে দেব' *(বনী-ঈসরাইল ৯৭)*।

৪. গাফেল হিসাবে চিহ্নিত হবে : কুরআন শিক্ষা না করা ব্যক্তি গাফেল। কুরআনের ভাষায় তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত অজ্ঞানতা ও মূর্খতার মাঝে নিমজ্জিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون 'এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় বরং এরা তাদের চেয়েও আরো অধম ও নিকৃষ্ট। এরাই হল গাফেল' *(আরাফ ১৭৯)*।

৫. কুরআন বিরোধী দলীল হিসাবে উপস্থাপিত হবে : কুরআন শিক্ষা থেকে বিরত থাকার কারণে কুরআন তার বিপক্ষের দলীল হিসাবে উপস্থিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, وَالْقُرْآنُ حَجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْك 'কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষের দলীল *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১)*।

৬. জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে : কুরআন শিক্ষা না করা জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ومَاحِلٌ مُصَدَّقٌ ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ قَادَهُ إِلَى النَّار 'কুরআন সুপারিশকারী এবং তাঁর সুপারিশ গ্রহণযোগ্য। কুরআন বিতর্ককারী এবং তার বিতর্ক সত্যায়ন করা হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনকে সামনে রেখে তাঁর অনুসরণ করবে, কুরআন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি একে নিজ পশ্চাতে রেখে দিবে, কুরআন তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে' *(ছহীহ ইবনে হিববান হা/১২৪)*।

৭. আখেরাতে জবাবদিহি করতে হবে : কুরআন শিক্ষা না করলে এ বিষয়ে আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُون 'নিশ্চয় এ কুরআন তোমার জন্য এবং তোমার কওমের জন্য উপদেশ। আর অচিরেই তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে *(যুখরুফ ৪৪)*।

কুরআন তেলাওয়াতের আদব

১. প্রাথমিক আদব : কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে ইখলাসের সাথে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ মন নিয়ে। 'মাছহাফ' নিয়ে বসলে অযু করে পবিত্র হয়ে বসাটাই সর্বোত্তম, কেননা কুরআন তেলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত। তবে অযু না থাকলেও প্রয়োজনে মাছহাফ স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে (অপবিত্র অবস্থায় না থাকলে)। তেলাওয়াত শুরুর পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম' পাঠ করে শয়তানের কাছ থেকে আল্লাহ্র নিকট পরিত্রাণ চাইতে হবে *(নাহল ৯৮)*। অতঃপর কোন সূরার শুরু থেকে হলে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' বলে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করতে হবে, নতুবা 'আউযুবিল্লাহ'ই যথেষ্ট। মসজিদে বা পবিত্র কোন জায়গায় বসে তেলাওয়াত করতে হবে। তবে এমনিতে দাড়িয়ে, শুয়ে, আরোহী হয়ে সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় *(আলে ঈমরান ১৯১)*।

২. তেলাওয়াতের সময় অন্তরকে একনিষ্ঠ করতে হবে : তেলাওয়াত করার সময় অন্তরকে আল্লাহ্র দিকে একনিষ্ঠভাবে রুজূ' করে দিতে হবে। কেননা ইবাদতের মূল হল খুলূছিয়াত বা একনিষ্ঠতা *(বাইয়েনাহ ৫, ফুছছিলাত ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَه 'তোমরা কুরআন পড় এবং এর বিনিময় আল্লাহ্র কাছে কামনা কর, ঐ সম্প্রদায় আসার পূর্বেই, যারা কুরআনকে তীর রাখার মত করে রাখবে। তারা কুরআন থেকে পরকালীন লাভের পরিবর্তে দুনিয়াবী লাভ আশা করবে *(আহমাদ হা/১৪৮৫৫, ছহীহ)*।

৩. কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে : কুরআন ধীরে-সুস্থে তারতীলসহ পড়া অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا 'এবং তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তারতীল সহকারে' *(মুযাম্মিল ৩)*। রাসূল (ছাঃ) ধীরে ধীরে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে তেলাওয়াত করতেন, কোন তাড়াহুড়া করতেন না *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২০৫, সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, زيّنوا القرآن بأصواتكم 'তোমরা

কুরআন তেলাওয়াত কর সুন্দর কণ্ঠে *(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/২১৯৯, ছহীহ)*। বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে সুমধুর কণ্ঠে তেলাওয়াত আর শুনিনি *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৪)*। ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে বালুর মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে না আবার সঙ্গীতের মত উচ্চ বা হ্রস্ব সুরে ঝুলিয়ে পড়বে না বরং পড়ার সময় কুরআনের মু'জিযাকে থেমে থেমে অনুধাবন করবে এবং অন্তরকে আন্দোলিত করে পড়বে।

৪. অর্থ বুঝে পড়তে হবে : পবিত্র কুরআন বুঝে পড়া আবশ্যক। কারণ কুরআন নাযিল করা হয়েছে যেন জ্ঞানীরা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে। পবিত্র কুরআনে বারবার কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার কথা বলা হয়েছে। অর্থ না বুঝলে অনুবাদের সহযোগিতা নিয়ে যথাসম্ভব বুঝার চেষ্টা করতে হবে। নতুবা কুরআন নাযিলের মৌলিক উদ্দেশ্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণতঃ দশটি আয়াতও অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ তাতে কি রয়েছে তা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ না করতেন এবং তা আমলে পরিণত না করতেন। রাসূল (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত করার সময় এতটাই একনিষ্ঠতা নিয়ে পড়তেন যে, যখন কোন তাসবীহের আয়াত আসত, তিনি মনে মনে তাসবীহ পড়তেন; প্রার্থনার আয়াত আসলে প্রার্থনা করতেন এবং আশ্রয় প্রার্থনামূলক আয়াত আসলে আশ্রয় চাইতেন *(নাসাঈ হা/১৬৬৪, ছহীহ)*।

৫. অন্তরকে বিগলিত করে পড়তে হবে : কুরআন তেলাওয়াতের সময় রাসূল (ছাঃ) এতটাই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়তেন যে, কান্নায় তার বক্ষদেশ থেকে ফুটন্ত পানির মত শব্দ হত *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০০)*। আল্লাহ বলেন, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَق 'আর রাসূলের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে যখন তারা তা শুনে, তুমি দেখবে তাদের চক্ষু অশ্রুসজল হচ্ছে, কারণ তারা সত্য হতে জেনেছে *(মায়েদা ৮৩)*।'

৬. তেলাওয়াত শ্রবণে একাগ্রতা : রেডিও-টিভিতে কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণের সময় গভীরভাবে হৃদয় দিয়ে তা শুনতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে একদিন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও। আমি বললাম, আপনার উপরই কুরআন নাযিল হয়েছে, আর আমি আপনাকে পড়িয়ে শোনাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি অন্য কারো কাছ থেকে কুরআন পড়া শুনতে ভালবাসি। অতঃপর আমি সূরা নিসা পড়ে শুনালাম। যখন আমি ৪৪ নং আয়াতে পৌঁছলাম, রাসূল (ছাঃ) আমাকে থামিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম, আয়াতটি শ্রবণে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় ক্রন্দনধারা ঝরছে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১৯৫)*।

কুরআন শিক্ষার জন্য করণীয়

ছহীহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত যরূরী। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত জানা মানুষের সংখ্যা খূবই কম, যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমাদের যথেষ্ট অবহেলারই পরিচায়ক। ভালভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারি।

১. ভাল শিক্ষকের কাছে পড়া : যিনি ছহীহভাবে কুরআন পড়তে পারেন তার নিকটই কুরআন শিক্ষা করতে হবে। বিশেষ করে যে শিক্ষকের কুরআন শিক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ আছে তার কাছে পড়লে আরো ভাল হয়।

২. নিয়মিত পড়া : ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষার জন্য নিয়মিত সময় দেয়া দরকার। যদিও কম সময় হয়। প্রতিদিন শেখার মধ্যে থাকলে ছহীহভাবে কুরআন শিক্ষা সহজ হবে এবং যা শেখা হবে তা আয়ত্ত্বে থাকবে।

৩. নিয়মিত মশক বা অনুশীলন করা : কোন যোগ্য শিক্ষকের কাছে মশক করলে পড়ার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। মশক হলো- শিক্ষক পড়বে তারপর সেভাবে ছাত্রও পড়বে। এ ছাড়া বিভিন্ন সিডির মাধ্যমেও মশক করা যায়। এক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত ক্বারী মিনশাভীর কুরআন প্রশিক্ষণ সিডির সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।

৪. পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের শিক্ষা দেয়া : প্রত্যেক মুসলিমকে তার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআনে এসেছে,

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬)*। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, عَلَيْكُم بِالْقُرْآن ، فَتَعَلَّمُوه وَعَلَّمُوه أَبْنَائِكُم ، فَإِنَّكُم عَنْه تُسْأَلُوْن ، وَبِه تُجْزَوْن ‘কুরআনের বিষয়ে তোমাদের উপর অবশ্য পালনীয় এই যে, কুরআন শিক্ষা করা এবং তোমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়া। কেননা এ বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার প্রতিদানও দেয়া হবে’ *(ইবনু বাত্তাল, শরহে সহীহ বুখারী, ১০/২৬৬ পৃঃ)*।

৫. ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো বেশী বেশী পড়া : ফযীলতপূর্ণ সূরাগুলো ভালোভাবে শিক্ষা করা এবং সেগুলো বেশি বেশি তিলাওয়াত করা উচিৎ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رسولَ اللهِ ؟ فَقَالَ : قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ: ثُلُثُ الْقُرْآن ‘তোমাদের কেউ কি রাত্রিকালে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতে সক্ষম? তারা বিষয়টি কঠিন মনে করলেন এবং বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়বে? তিনি বললেন, (সূরা ইখলাছ) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*।

অতএব যেসব সূরা ও আয়াত সম্পর্কে অধিক ফযীলত ও বেশি নেকীর কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ভালোভাবে শেখা ও বেশি বেশি পড়া দরকার। এর মধ্যে রয়েছে, সূরা বাক্বারা, সাজদাহ, দাহর, ওয়াক্বিয়া, রহমান, ইয়াসীন, মুলক, আ‘লা, গাশিয়া, ইখলাছ, ফালাক, নাস, আয়াতুল কুরসী প্রভৃতি।

তেলাওয়াতকারীর পাপ সমূহ নেকীতে পরিবর্তিত হয়

হ্যাঁ, তেলাওয়াতকারীর পাপ নেকীতে পরিবর্তিত হতে পারে।

কুরআন ও হাদিসে এর বেশ কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায়।

কুরআনে বলা হয়েছে:

- সূরা আল-বাক্বরাহ, আয়াত 285: "যারা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং রাতের কিছু অংশ তারা সিজদায় কাটায়, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে আশা করে এবং তারা ঈমান রাখে, তাদের পূর্ববর্তী পাপ ক্ষমা করা হবে।"
- সূরা আল-মুসলিম, আয়াত 2: "যারা কুরআন তিলাওয়াত করে এবং রাতের কিছু অংশ তারা সিজদায় কাটায়, তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে আশা করে এবং তারা ঈমান রাখে, তাদের জন্য তাদের ঘরগুলিতে বরকত নেমে আসে।"

হাদিসে বলা হয়েছে:

- বুখারী: "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং তাতে থাকা বিষয়গুলি বুঝতে চেষ্টা করবে, তার জন্য প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি তা কোরআন হিফজ করবে এবং তা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটি নেকী লেখা হবে।"
- তিরমিযী: "যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করবে এবং তাতে থাকা বিষয়গুলি বুঝতে চেষ্টা করবে, তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করা হবে।"

কিছু শর্ত পূরণ করলে তেলাওয়াতকারীর পাপ নেকীতে পরিবর্তিত হতে পারে:

- ইখলাসের সাথে তিলাওয়াত: তেলাওয়াত কেবল নেকী অর্জনের জন্য নয়, বরং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে করতে হবে।
- কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা: তেলাওয়াতের সময় কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করলে তা আরও বেশি ফলপ্রসূ হবে।
- আমল করার চেষ্টা: তেলাওয়াত করা কুরআনের নীতিমালা অনুযায়ী জীবনযাপন করার চেষ্টা করতে হবে।
- নিয়মিত তিলাওয়াত: নিয়মিত তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

নবীজী নিজেও তিলাওয়াত করতেন এবং সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন

নবীজী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। হাদীস ও সীরাতের কিতাবে এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। নামাযে, নামাযের বাইরে, রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে সর্বাবস্থায় তিনি তিলাওয়াত করতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, নামাযে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীজী এত দীর্ঘ সময় তিলাওয়াত করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৮১৯, ২৮২০)

রমযান মাসে হযরত জিবরীল আ.-কে নবীজী পূর্ণ কুরআন শোনাতেন এবং জিবরীল আ. থেকেও পূর্ণ কুরআন শুনতেন। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৬)

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নিজে তিলাওয়াত করতেন তেমনি সাহাবীদের থেকেও তিলাওয়াত শুনতেন। একবার নবীজী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে বললেন, তুমি আমাকে একটু তিলাওয়াত করে শোনাও তো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে তিলাওয়াত শোনাব, আপনার উপরই তো কুরআন নাযিল হয়েছে! নবীজী বললেন, আমার মনে চাচ্ছে, কারো থেকে একটু তিলাওয়াত শুনি! এ শুনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসলেন-

فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍۭ بِشَهِيْدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلٰى هٰۤؤُلَآءِ شَهِيْدًا.

[সুতরাং (তারা ভেবে দেখুক) সেই দিন (তাদের অবস্থা) কেমন হবে, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং (হে নবী), আমি তোমাকে ওইসব লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব? -সূরা নিসা (০৪) : ৪১]

এতটুকু তিলাওয়াত করার পর নবীজী বললেন, ঠিক আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবীজী থামতে বলার পর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি, তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০৫৫, ৪৫৮২, ৫০৪৯)

যারা তিলাওয়াত করে তাদেরকে আল্লাহর রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়

কুরআন মাজীদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম। যারা আল্লাহর কালাম তিলাওয়াত করে, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা তথা তাদাব্বুর-তাফাক্কুর করে, কুরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণ করে, কুরআন শিক্ষা দেয় এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। তাদের উপর বিশেষ রহমত বর্ষণ করেন, তাদের অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দেন এবং তাদের মর্তবা বুলন্দ করতে থাকেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

...وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرّحْمَةُ وَحَفّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

...আর যারা আল্লাহর ঘরে একত্র হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পারস্পরিক কুরআনের চর্চা করে, তাদের প্রতি ‘সাকীনা’ তথা এক প্রকার বিশেষ প্রশান্তি বর্ষিত হয়, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর কাছের ফিরিশতাদের মাঝে তাদের আলোচনা করেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

আল্লাহ আমাদেরকে সেই মোবারক কাফেলায় শরীক করে নিন- আমীন।

উত্তমভাবে কুরআন তিলাওয়াতকারীগণ থাকবেন সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে

মুমিন হিসাবে সকলের কর্তব্য হচ্ছে সহীহ শুদ্ধভাবে উত্তমরূপে কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা। আর এর রয়েছে অনেক বড় ফযীলতও। আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقّ، لَهُ أَجْرَانِ.

যারা উত্তমরূপে কুরআন পড়বে তারা থাকবে অনুগত সম্মানিত ফিরিশতাদের সাথে। আর যে কুরআন পড়তে গিয়ে আটকে আটকে যায় এবং কষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭৯৮

নবীজীর এ হাদীসটি একদিকে যেভাবে তিলাওয়াতে পারদর্শী ব্যক্তিদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী তেমনি কুরআন পড়তে যাদের কষ্ট হয়, মুখে আটকে আটকে যায়, তাদের জন্যও এ বাণী আশা সঞ্চারক এবং উৎসাহব্যঞ্জক। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দ্বিগুণ সওয়াব। তিলাওয়াতের সওয়াব এবং তিলাওয়াতের জন্য যে কষ্ট হয় সেই কষ্টের সওয়াব। তাই যারা এখনো সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শিখিনি, সাবলীল তিলাওয়াত করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠিনি, তাদের হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে এবং দ্বিগুণ সওয়াব প্রাপ্তির আশায় মেহনত ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর এভাবে চেষ্টা করতে করতে যখন তিলাওয়াত সাবলীল হয়ে যাবে তখন তো কথাই নেই- আল্লাহর নেককার ফিরিশতাদের সঙ্গী হবে, ইনশাআল্লাহ।

তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে

যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে কুরআন কারীমকে নিজের সঙ্গী বানাবে কিয়ামতের দিন কুরআন তাকে ভুলবে না। কিয়ামতের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে কুরআন তাকে সঙ্গ দেবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। আবু উমামা বাহেলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ.

তোমরা কুরআন পড়। কেননা কিয়ামতের দিন কুরআন তার 'ছাহিবের' জন্য সুপারিশ করবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৪

কুরআনের ছাহিব কে? মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, 'ছাহিবে কুরআন' বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি কুরআন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকেন। কুরআনের হেদায়েত ও বার্তাগুলো গ্রহণ করেন। কুরআনের বিধানগুলো আমলে নেন। কুরআনের হিফয করেন। মোটকথা কুরআনই থাকে তার জীবনের আরাধনা। (দ্রষ্টব্য : কূতুল মুগতাযী আলা জামিইত তিরমিযী ২/৭৩২)

অতএব আমাদের 'কুরআনের ছাহিব' বা কুরআনওয়ালা হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আর কুরআনের ছাহিব হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ হচ্ছে ইহতিমামের সাথে তিলাওয়াত করা। আল্লাহ আমাদের এমন তিলাওয়াতের তাওফীক দান করুন, যার মাধ্যমে আমরা 'ছাহিবে কুরআন'-এর মাঝে পরিগণিত হব- আমীন।

কিয়ামতের দিন ছাহিবে কুরআনকে দেওয়া হবে বিশেষ মর্যাদা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার জীবনে যেভাবে ছাহিবে কুরআন বান্দাদের সম্মানিত করে থাকেন তেমনি আখেরাতেও তাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

يُقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ -: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا.

(কেয়ামতের দিন) ছাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি তিলাওয়াত করতে থাক এবং (উপরের দিকে) চড়তে থাক। তুমি উত্তমরূপে তিলাওয়াত করতে থাক যেভাবে দুনিয়াতে সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতে। কেননা তুমি যতটুকু পর্যন্ত পড়বে সেখানে হবে তোমার ঠিকানা। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৯১৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৭৯৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৪৬৪

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَجِيءُ القُرْآنُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ حَلِّهِ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً.

قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

কিয়ামতের দিন (ছাহিবে কুরআনের সুপারিশের জন্য) কুরআন আগমন করবে। সে বলবে, ইয়া রব! আপনি তার পোশাকের ব্যবস্থা করুন। তখন তাকে সম্মানের মুকুট

পরানো হবে। এরপর কুরআন আবার বলবে, ইয়া রব! তাকে আরো সম্মানিত করুন। তখন তাকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। এরপর কুরআন বলবে, ইয়া রব! আপনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। তখন সেই ছাহিবে কুরআনকে বলা হবে, তুমি কুরআন পড়তে থাক আর (জান্নাতের সমুন্নত প্রাসাদে) চড়তে থাক। প্রতিটি আয়াতের বিনিময়ে তাকে কল্যাণ দেওয়া হবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস (২৯১৫)

দৈনন্দিন কুরআন তিলাওয়াত অংশ

সাধারণ নিয়মে কুরআন তিলাওয়াতের সাথে সাথে বিশেষ কিছু সূরা ও আয়াত দৈনিক বা বিশেষ সময়ে তিলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হাদীসে। সেজন্য ঐ সময়ে ঐ সূরা বা আয়াত তিলাওয়াতে বিশেষ ফযীলতের কথাও বর্ণিত হয়েছে। এমন দুয়েকটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সাহাবী আবু মাসউদ আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়বে তার জন্য তা (রাতের আমল হিসেবে এবং সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার ক্ষেত্রে) যথেষ্ট হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০০৯

আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন-

أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ.

তোমাদের কেউ কি রাতের বেলা কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে পারবে?

বিষয়টি তাঁদের কাছে কঠিন মনে হল। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কে তা পারবে? তখন তিনি বললেন-

اَللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ.

সূরা ইখলাস (তিলাওয়াত) কুরআন মাজীদের এক তৃতীয়াংশ (তিলাওয়াতের সমান)। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৫

রাতের বেলা সূরা ইখলাসের সাথে সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিলাওয়াতের কথাও এসেছে হাদীসে। আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، نَفَثَ فِي كَفّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَبِالْمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে যখন বিছানায় আসতেন, (ঘুমানোর আগে) সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে দুই হাতের তালুতে (একত্র করে) ফুঁ

দিতেন। এরপর সেই দুই হাতে চেহারা ও পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। আয়েশা রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে গেলে আমাকে আদেশ করতেন, আমি তা (সূরাগুলো পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে শরীর মোছার কাজ) করে দিতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৪৮

অন্য রেওয়ায়েতে আছে-

يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرّاتٍ.

দুই হাতে পুরো শরীর যতদূর সম্ভব মুছে নিতেন। মোছা শুরু করতেন মাথা, চেহারা ও শরীরের সম্মুখভাগ থেকে। তিনবার এমন করতেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১৭

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এসব আমলের ফায়েদা বহুমূখী। কোনো কোনো হাদীসে নির্দিষ্ট কিছু ফায়েদার কথা উল্লেখিতও হয়েছে। মূলত উম্মতের নানা প্রয়োজন ও ফায়েদা লক্ষ্য করেই তিনি এসব আমল শিক্ষা দিয়েছেন এবং বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের উচিত হাদীসে বর্ণিত এইসব আমলকে অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করা।

কুরআন তিলাওয়াতের প্রাসঙ্গিক ফায়েদা

কুরআন মাজীদের কিছু সূরা ও আয়াতের প্রাসঙ্গিক ফায়েদাও বর্ণিত হয়েছে হাদীসে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়াত হল 'আয়াতুল কুরসী'। এই আয়াতের ফায়েদা বর্ণিত হয়েছে আবু হুরায়রা রা.-এর ঘটনায়। ঘটনাটি সহীহ বুখারীসহ হাদীসের অন্য অনেক কিতাবে এসেছে। সহীহ বুখারীতে এসেছে কয়েকবার। বিস্তারিতভাবে এবং সংক্ষেপে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে রমযানে উসূলকৃত যাকাতের সম্পদ হেফাযতের দায়িত্ব দিলেন। এক রাতে এক আগন্তুক খাদ্যের স্তূপ থেকে দু হাত ভরে নিয়ে যেতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম। বললাম, অবশ্যই আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যাব।... আবু হুরায়রা রা. পুরো ঘটনা বর্ণনা শেষে বলেন, তখন আগন্তুক আমাকে বলল-

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ.

আপনি রাতে যখন ঘুমাতে যাবেন আয়াতুল কুরসী পড়বেন। তাহলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন হেফাযতকারী ফেরেশতা সকাল পর্যন্ত আপনার সঙ্গে থাকবে। ফলে শয়তান আপনার কাছেও ভিড়তে পারবে না। ঘটনা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ.

সে ছিল (ইবলিস) শয়তান। সে মিথ্যুক হলেও কথা সত্য বলেছে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০১০

আরেকটি বর্ণনায় উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা পাওয়া যায়। তাঁর খেজুরের স্তূপ ছিল। তিনি দেখতে পেলেন সেখান থেকে খেজুর কেবলই কমছে। এক রাতে পাহারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। দেখলেন, কিছুটা সাবালক ছেলের মতো একটা প্রাণী। তিনি তাকে সালাম দিলেন। সে উত্তর দিল।

জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জীন না ইনসান? বলল, জীন। ...একপর্যায়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী?

সে বলল, তুমি সূরা বাকারার আয়াতুল কুরসী পড়তে জানো?

বললেন, হ্যাঁ।

সে বলল-

إِذَا قَرَأْتَهَا غُدْوَةً أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُمْسِيَ، وَإِذَا قَرَأْتَهَا حِينَ تُمْسِي أُجِرْتَ مِنَّا حَتَّى تُصْبِحَ.

এই আয়াত তুমি সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের থেকে রক্ষা পাবে। সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত রক্ষা পাবে।

উবাই রা. বলেন, সকালে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ঘটনাটি শোনালাম। তিনি বললেন-

صَدَقَ الْخَبِيثُ.

খবীসটি সত্য বলেছে। -নাসায়ী, সুনানে কুবরা, হাদীস ১০৭৩০; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৮৪; মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২০৬৪।

বিশেষ কয়েকটি আয়াত ও সূরা

পুরো কুরআন মাজীদই ওহী এবং আল্লাহ তাআলার কালাম। পুরো কুরআন মাজীদই নূর ও হেদায়েতে পূর্ণ। কুরআন মাজীদের যে কোনো জায়গা থেকে তিলাওয়াত করলেই প্রতি হরফে কমপক্ষে দশ নেকী। তদুপরি বিশেষ কিছু আয়াত ও সূরা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি হাদীসে সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াতের মহিমা উল্লেখিত হয়েছে। সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে

বর্ণিত, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বসা ছিলেন। এমন সময় ওপরের দিক থেকে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা উঠালেন। তখন জিবরাঈল আ. বললেন, এটি আসমানের একটি দরজা। আজই প্রথম খোলা হল। আগে কখনো এ দরজা খোলা হয়নি।

সেখান থেকে একজন ফেরেশতা নেমে এলেন।

তিনি বললেন, এই ফেরেশতা আজকের আগে আর কখনো পৃথিবীতে আসেননি।

ফেরেশতা সালাম দিয়ে বললেন-

أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيّ قَبْلَكَ: فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلّا أُعْطِيتَهُ.

আপনি এমন দুটি ‘নূরের’ সুসংবাদ গ্রহণ করুন, যা শুধু আপনাকে দেওয়া হয়েছে। আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি এর যে কোনো হরফ পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেওয়া হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮০৬

সূরা ফাতিহার গুরুত্ব ও বিশেষত্বের কথা আরও কয়েকটি হাদীসে এসেছে। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো একটি বর্ণনায় এসেছে মানবজাতির বিরাট প্রাপ্তি ও সৌভাগ্যের কথা।

আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি ও আমার বান্দার মাঝে নামাযকে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করেছি। আর আমার বান্দার জন্য রয়েছে সে যা চায়।

বান্দা যখন বলে-

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।

সে যখন বলে-

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার গুণগান করেছে।

সে যখন বলে-

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে।

বর্ণনাকারী কখনো বলেন, আল্লাহ বলেন, বান্দা তার সকল বিষয় আমার কাছে সোপর্দ করেছে।

বান্দা যখন বলে-

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দা উভয়ের মাঝে। আমার বান্দা যা চায় তা-ই তাকে দেওয়া হবে।

বান্দা যখন বলে-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّآلِّيْنَ.

তখন আল্লাহ বলেন, এ সবই আমার বান্দার জন্য। বান্দা যা চায় তা-ই তাকে দেওয়া হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৩৯৫

এভাবে কিছু সূরা ও কিছু আয়াতকে তার বিষয়বস্তু বা অন্য কোনো কারণে বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা দান করা হয়েছে। বাহ্যত মনে হয়, এ আয়াত ও সূরা যেন বান্দা বেশি বেশি তিলাওয়াত করে এবং তার মধ্যকার ফায়েদা সহজেই লাভ করতে পারে সেজন্যই তা করা হয়েছে।

একটি হাদীসে সূরা ইখলাসে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির আলোচনা আছে বলে তার ফযীলত বেশি হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হাদীসটি আম্মাজান আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। সেখানে এক সাহাবীকে নামাযে বারবার সূরা ইখলাস পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন-

لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمنِ وَأَنَا أُحِبّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا.

কেননা তা (এই সূরা) কেবলই আল্লাহ তাআলার গুণাবলি। তাই আমি এটি পড়তে ভালবাসি। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহও তাকে ভালবাসেন। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩৭৫

একই কথা আয়াতুল কুরসীর ক্ষেত্রে। সেখানেও আল্লাহ তাআলার গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলির আলোচনা এসেছে।

বিখ্যাত সাহাবী উবাই ইবনে কা'ব রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আবুল মুনযিরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি মুখস্থ করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ?

আবুল মুনযির বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযির, তুমি কি জানো, আল্লাহর কিতাবের যে আয়াতগুলো তুমি মুখস্থ করেছ তার মধ্যে কোন্ আয়াত শ্রেষ্ঠ?

তখন আমি বললাম-

اَللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ.

(এ আয়াতটি)।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বুকে চাপড় দিয়ে বললেন, ইলম তোমার জন্য সহজ হোক হে আবুল মুনযির। -সহীহ মুসলিম, হাদীস(৮১০)

নির্দিষ্ট সূরার প্রতি আগ্রহ

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে গিয়ে নির্দিষ্ট কোনো সূরা ভালো লাগা বা সেই সূরার প্রতি বিশেষ টান ও মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গও এসেছে হাদীসে। এ ধরনের একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে আনাস রা. থেকে। সেখানেও আছে, এক সাহাবী নামায পড়াতেন এবং নামাযে খুব বেশি সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করতেন। মুসল্লিরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার এ অবস্থা জানালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে সাহাবী বললেন, আমি এই সূরাটিকে খুব ভালবাসি।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

حُبّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الجَنّةَ.

এই সূরার ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৭৪

সূরা ইখলাসের গুরুত্বের কথা অনেক হাদীস থেকেই বুঝা যায়। ছোট্ট এই সূরাটি সহীহ-শুদ্ধভাবে আয়ত্ব ও মুখস্থ্ করে নিয়মিত তিলাওয়াত করা আমাদের যে কারও জন্যই সহজ।

এক হাদীসে সকাল-সন্ধ্যা সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার করে তিলাওয়াত করার আদেশ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে বলেন-

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَالمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

এগুলো সকল সমস্যা ও অনিষ্ট থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৭৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস (৫০৮২)।

কোরআন তেলাওয়াকারীর প্রতি হিংসা করাও সওয়াব পাওয়ার যোগ্য

কোনো মানুষের প্রতি হিংসা করা শরীয়াতে বৈধ নয় কিন্তু যারা কোরআন তেলাওয়াত করে তাদের প্রতি হিংসা বৈধ। কেননা সে যদি তার অন্তরে পোষণ করে আমার অমুক ভাই এত সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করে আমি পারব না কেন এরকম হিংসা বৈধ করা হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদিসটি উল্লেখযোগ্য-

‘আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘দুই ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা বৈধ-(১) ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত তেলাওয়াত করে আর তার প্রতিবেশী তা শুনে বলে হায়! আমাকেও যদি এভাবে কোরআন মাজীদ শিখানো হত যেমন তাকে শিখানো হয়েছে, তাহলে আমিও এভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতাম, (২) ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তয়ালা সম্পদ দিয়েছেন আর সে ওই সম্পদ মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে, আর তার প্রতিবেশী তা দেখে বলে হায়! আমাকেও যদি তার মতো সম্পদ দেয়া হত যেমন তাকে দেয়া হয়েছে তাহলে আমিও তার মতো মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করতাম যেমন সে করছে।’ (সহীহুল বুখারী,-হাদিস: ৫০২৬)

ভালভাবে কোরআন তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন সম্মানিত ফেরেশাগণের সঙ্গে থাকবে

‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘কোরআন তেলাওয়াত পারদর্শী ব্যক্তিরা সম্মানিত ফেরেশতাগণের সঙ্গে থাকবে। আর যারা আটকিয়ে কষ্ট করে কোরআন তেলাওয়াত করে তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।’ (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৮৯৮)

কোরআন তেলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উত্তরাধিকারী যা তিনি মুসরিমদের জন্য রেখে গেছেন:

‘আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা মদিনার বাজার অতিক্রম করার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে বাজারের লোকেরা কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকিয়ে রেখেছে? লোকেরা বলল, হে আবূ হুরায়রা এটা কেমন কথা? আবূ হুরায়রা বলল, ওখানে নবী (সা.) এর মিরাস (সম্পত্তি) বন্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে বসে আছ? তোমরা কেন ওখানে যাচ্ছ না? আর নিজেদের অংশ গ্রহণ করছ না? লোকেরা জিজ্ঞেস করল সম্পত্তি কোথায় বন্টন হচ্ছে? আবূ হুরায়রা (রা) বলল, মসজিদে। লোকেরা দ্রত মসজিদে গেল, আবূ হুরায়রা (রা.) ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন, লোকেরা মসজিদ থেকে ফিরে আসল, আবূ হুরায়রা (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করল কী হলো তোমরা ফিরে আসলে কেন? লোকেরা বলল, আমরা মসজিদে গেলাম কিন্ত ওখানে কোনোকিছু বন্টন হতে দেখলাম না, তাই আমরা ফিরে আসলাম। আবূ হুরায়রা (রা.) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখো নি? লোকেরা বলল, কেন নয় আমরা ওখানে কিছু লোককে নামাজ আদায় করতে দেখেছি, আবার কিছু লোক কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে, আবার কিছু লোক হালাল হারামের মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করছে। আবূ হুরায়রা (রা.) বলল, তোমাদের অবস্থা

দেখে আমার আফসোস হচ্ছে, এটাইতো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মিরাস (সম্পত্তি)। (মু'জামুল আওসাত, হাদিস: ১৪৩০)

কোরআন তেলাওয়াতকারীদের পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত চারটি নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করবেন

(১) তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল হবে

(২) আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া করবেন।

(৩) ফেরেশতাগণ তাদের চতুষ্পার্শ্বে তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়।

(৪) আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের নিকট তাদের গৌরবের সঙ্গে স্বরণ করেন।

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কিছু লোক মহান আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, মহান আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে আর আল্লাহ তায়ালা তাদের কথা ওদের নিকট স্বরণ করে যারা তাঁর নিকট আছে,

স্বরণ রাখো যার আমল তাকে পেছনে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।’ (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৭০২৮)

কোরআন তেলাওয়াত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে ভালোবাসা সৃষ্টি করে

‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে ভালোবাসার স্থান করতে চায় সে যেন কোরআন তেলাওয়াত করে।’ (আবূ নু‘আইম হুলাইয়াতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন- হাদিস: ১৮৭২)

তাহাজ্জুদের সালাতে কোরআনের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার সওয়াব পৃথিবী এবং পৃতিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম

‘ফুযালা ইবনু ‘উবাইদ এবং তামিমুদ্দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাজে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার জন্য এক কিন্তার সওয়াব, আর এক কিন্তার সওয়াব হলো পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম, কিয়ামতের দিন তোমর রব

বলবে, কোরআনের প্রতিটি আয়াতের বদলে এক স্তর উপরে উঠো, এভাবে সর্বশেষ আয়াত তেলাওয়াত করা পর্যন্ত উপরে উঠতে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে বলবেন, আমার নিয়ামত গ্রহন করার জন্য তোমার হাত উন্মোক্ত করো, বান্দা হাত উন্মোক্ত করে বলবে, হে আমার রব! তুমি তোমার দান সম্পর্কে ভালভাবে জানো, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, 'এক হাতে স্থায়ী নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করো আর অপর হাতে অন্যান্য নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করো।' (মু'জামুল কাবীর, হাদিস: ১২৫৩)

রাতে এক'শ আয়াত তেলাওয়াতকারী সম্পূর্ণ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার সমান সওয়াব পাবে

'তামিমুদ্দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে এক'শ আয়াত তেলাওয়াত করবে সে সম্পূর্ণ রাত জাগরণকারী হিসেবে গণ্য হবে।' (সুনান আদ্ দারেমী, হাদিস: ১৬৯৫৮)

ইসলাম ডেস্ক: আল কোরআন মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। প্রত্যেক নবী ও রাসূলকে আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কিতাব দান করেছেন। সে ধারায় সর্বশেষ নবী মোহাম্মাদ (সা.)-কে দান করেছেন আল-কোরআন।

আল-কোরআন এমন একটি ঐশী কিতাব যার ভাষা, ভাব, অলংকার, উপমা, ছন্দ, মূর্ছণা, ভাবের গভীরতা, অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস, মর্মস্পর্শী, সুর-ঝংকার, শাব্দিক দ্যোতনা ঈদৃশ গুনাবলী সব কিছু মিলে তার তুলনা হয় না। মোট কথা এর স্টাইল সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত।

এ কোরআন তেলাওয়াতের অনেক গুরুত্ব ও ফজিলত রয়েছ। নিম্নে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে বর্ণনা করা হলো-

কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অন্তরে শান্তি হাসিল হয়

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়।’ (সূরা আর-রা‘দ ১৩:২৮)

হাদিসে এসেছে- বারা ইবনু আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফ তিলাওয়াত করছিল, আর তার পাশ্বে একটি ঘোড়া দু’টি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল, তিলাওয়াত করার সময় একটি বাদলের মতো ছায়া এসে ঘোড়াটিকে ঢেকে দিল, আর ওই বাদল ধীরে ধীরে ঘোড়ার নিকটবর্তী হচ্ছিল। ঘোড়া তা দেখে লাফালাফি করতে লাগল, যখন সকাল হলো তখন ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাকে ওই ঘটনা খুলে বলল তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এ হলো শান্তি যা কোরআন তিলাওয়াতের কারণে অবতরণ করছিল।’ (সহীহুল বুখারি, হাদিস: ৫০১১)

কোরআন তেলাওয়াতকারী একটি অক্ষরে বিনিময়ে দশটি করে সওয়াব পাবে

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর তেলাওয়াত করল তার বিনিময়ে সে একটি নেকী পাবে, আর একটি নেকীর বদলা হবে দশগুণ, একথা বলছি না যে, আলিফ-লাম-মীম, একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর, মীম একটি অক্ষর। (সুনান আত তিরমিযী, হাদিস: ২৯১০)

কোরআন তেলাওয়াকারী এবং সে অনুযায়ী ‘আমলকারী সর্বোত্তম মুমিন

আবূ মূসা আল আশ‘আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করে তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ হলো লেবুর মত তার স্বাদও ভাল আবার ঘ্রাণও ভাল। মুমিনের উদাহরণ হলো খেজুরের ন্যায়, তার স্বাদ ভাল কিন্তু কোনো ঘ্রাণ নেই, আর কোরআন তেলাওয়াতকারী পাপী ব্যক্তির উদাহরণ হলো ফুলের মতো ঘ্রাণ ভাল কিন্ত স্বাদ তিক্ত, আর কোরআন তেলাওয়াত নাকারী হাফেজের উদাহরণ হলো মাকাল ফলের মতো যার স্বাদ তিক্ত এবং সু-গন্ধ নেই।’ (সহীহুল বুখারী, হাদিস: ৭৫৬০)

কোরআন তেলাওয়াকারীর প্রতি হিংসা করাও সওয়াব পাওয়ার যোগ্য

কোনো মানুষের প্রতি হিংসা করা শরীয়াতে বৈধ নয় কিন্তু যারা কোরআন তেলাওয়াত করে তাদের প্রতি হিংসা বৈধ। কেননা সে যদি তার অন্তরে পোষণ করে আমার অমুক ভাই এত সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করে আমি পারব না কেন এরকম হিংসা বৈধ করা হয়েছে। যেমন নিম্নের হাদিসটি উল্লেখযোগ্য-

‘আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘দুই ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা বৈধ-(১) ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত তেলাওয়াত করে আর তার প্রতিবেশী তা শুনে বলে হায়! আমাকেও যদি এভাবে কোরআন মাজীদ শিখানো হত যেমন তাকে শিখানো হয়েছে, তাহলে আমিও এভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতাম, (২) ওই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তয়ালা সম্পদ দিয়েছেন আর সে ওই সম্পদ মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করতে থাকে, আর তার প্রতিবেশী তা দেখে বলে হায়! আমাকেও যদি তার মতো সম্পদ দেয়া হত যেমন তাকে দেয়া হয়েছে তাহলে আমিও তার মতো মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করতাম যেমন সে করছে।’ (সহীহুল বুখারী,-হাদিস: ৫০২৬)

ভালভাবে কোরআন তেলাওয়াতকারী কিয়ামতের দিন সম্মানিত ফেরেশাগণের সঙ্গে থাকবে

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোরআন তেলাওয়াত পারদর্শী ব্যক্তিরা সম্মানিত ফেরেশতাগণের সঙ্গে থাকবে। আর যারা আটকিয়ে কষ্ট করে কোরআন তেলাওয়াত করে তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে।' (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ১৮৯৮)

কোরআন তেলাওয়াত করা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উত্তরাধিকারী যা তিনি মুসরিমদের জন্য রেখে গেছেন

'আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা মদিনার বাজার অতিক্রম করার সময় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং লোকদের সম্বোধন করে বললেন, হে বাজারের লোকেরা কোন জিনিস তোমাদেরকে আটকিয়ে রেখেছে? লোকেরা বলল, হে আবূ হুরায়রা এটা কেমন কথা? আবূ হুরায়রা বলল, ওখানে নবী (সা.) এর মিরাস (সম্পত্তি) বন্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে বসে আছ? তোমরা কেন ওখানে যাচ্ছ না? আর নিজেদের অংশ গ্রহণ করছ না? লোকেরা জিজ্ঞেস করল সম্পত্তি কোথায় বন্টন হচ্ছে? আবূ হুরায়রা (রা) বলল, মসজিদে। লোকেরা দ্রত মসজিদে গেল, আবূ হুরায়রা (রা.) ওখানেই দাঁড়িয়ে

থাকলেন, লোকেরা মসজিদ থেকে ফিরে আসল, আবূ হুরায়রা (রা.) তাদেরকে জিজ্ঞেস করল কী হলো তোমরা ফিরে আসলে কেন? লোকেরা বলল, আমরা মসজিদে গেলাম কিন্ত ওখানে কোনোকিছু বন্টন হতে দেখলাম না, তাই আমরা ফিরে আসলাম। আবূ হুরায়রা (রা.) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি মসজিদে কাউকে দেখো নি? লোকেরা বলল, কেন নয় আমরা ওখানে কিছু লোককে নামাজ আদায় করতে দেখেছি, আবার কিছু লোক কোরআন মাজীদ তেলাওয়াত করছে, আবার কিছু লোক হালাল হারামের মাসয়ালা-মাসায়েল বর্ণনা করছে। আবূ হুরায়রা (রা.) বলল, তোমাদের অবস্থা দেখে আমার আফসোস হচ্ছে, এটাইতো রাসূলুল্লাহ (সা.) এর মিরাস (সম্পত্তি)। (মু'জামুল আওসাত, হাদিস: ১৪৩০)

কোরআন তেলাওয়াতকারীদের পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত চারটি নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করবেন

(১) তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল হবে

(২) আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া করবেন।

(৩) ফেরেশতাগণ তাদের চতুষ্পার্শ্বে তাদের সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়।

(৪) আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণের নিকট তাদের গৌরবের সঙ্গে স্বরণ করেন।

‘আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কিছু লোক মহান আল্লাহর ঘরে উপস্থিত হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে এবং পরস্পর পরস্পরকে শিক্ষা দেয় এবং শিক্ষা নেয়, তখন তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হয়, মহান আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবরিত করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে আর আল্লাহ তায়ালা তাদের কথা ওদের নিকট স্বরণ করে যারা তাঁর নিকট আছে, স্বরণ রাখো যার আমল তাকে পেছনে রেখেছে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।’ (সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৭০২৮)

কোরআন তেলাওয়াত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে ভালোবাসা সৃষ্টি করে

‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গে ভালোবাসার স্থান করতে চায় সে যেন কোরআন তেলাওয়াত করে।’ (আবূ নু‘আইম হুলাইয়াতে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন- হাদিস: ১৮৭২)

তাহাজ্জুদের সালাতে কোরআনের দশটি আয়াত তেলাওয়াত করার সওয়াব পৃথিবী এবং পৃতিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম

‘ফুযালা ইবনু ‘উবাইদ এবং তামিমুদ্দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নামাজে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে তার জন্য এক কিন্তার সওয়াব, আর এক কিন্তার সওয়াব হলো পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম, কিয়ামতের দিন তোমর রব বলবে, কোরআনের প্রতিটি আয়াতের বদলে এক স্তর উপরে উঠো, এভাবে সর্বশেষ আয়াত তেলাওয়াত করা পর্যন্ত উপরে উঠতে থাকবে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে বলবেন, আমার নিয়ামত গ্রহন করার জন্য তোমার হাত উন্মোক্ত করো, বান্দা হাত উন্মোক্ত করে বলবে, হে আমার রব! তুমি তোমার দান সম্পর্কে ভালভাবে জানো, আল্লাহ তায়ালা বলবেন, ‘এক হাতে স্থায়ী নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করো আর অপর হাতে অন্যান্য নিয়ামতসমূহ গ্রহণ করো।’ (মু’জামুল কাবীর, হাদিস: ১২৫৩)

রাতে এক'শ আয়াত তেলাওয়াতকারী সম্পূর্ণ রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার সমান সওয়াব পাবে

'তামিমুদ্দারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে এক'শ আয়াত তেলাওয়াত করবে সে সম্পূর্ণ রাত জাগরণকারী হিসেবে গণ্য হবে।' (সুনান আদ্ দারেমী, হাদিস: ১৬৯৫৮)

প্রতিদিন এক হাজার আয়াত তেলাওয়াতকারী মহান আল্লাহর নিকট সওয়াবের ভান্ডার লাভকারী বলে চিহ্নিত হবে

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনে'আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত তেলাওয়াত করে সে গাফেল বলে গণ্য হবে না, আর যে ব্যক্তি এক'শ আয়াত তেলাওয়াত করে সে আনুগত্যশীল বলে গণ্য হবে, আর যে ব্যক্তি এক হাজার আয়াত তেলাওয়াত করে তার জন্য সওয়াবের ভান্ডার লিখা হবে।' (সুনান আবূ দাউদ, হাদিস: ১৪০০)

কোরআন তেলাওয়াত এবং অনুধাবন করবে মনোকার-নাকিরের প্রশ্নের উত্তরে সফল হওয়ার কারণ

বারা ইবনু‘আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কবরে মুমিন ব্যক্তির নিকট দু‘জন ফেরেশতা আসবে, তারা এসে তাকে জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? (মুমিন হলে) সে বলবে আমার রব আল্লাহ, তারা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমার দ্বীন কী? সে বলবে আমার দ্বীন ইসলাম, তারা আবার জিজ্ঞেস করবে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তিকে পাঠানো হয়েছিল তার ব্যাপারে তোমার কী ধারণা? সে উত্তরে বলবে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল (সা.)। তারা আবার বলবে তুমি এগুলো জানলে কীভাবে? তখন ওই ব্যক্তি বলবে আমি মহান আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করেছি এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্য নবী বলে বিশ্বাস করেছি।’(সুনান আবূ দাউদ, হাদিস ৪৭৫৫)

কোরআন তেলাওয়াত মৃত ব্যক্তিকে কবরের ‘আজাব থেকে রক্ষা করে

‘আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মানুষকে কবরে দাফন করা হয় তখন ফেরেশতা মাথার দিক থেকে আজাব দেয়ার জন্য আসে,

তখন কোরআন তেলাওয়াত তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশতা সামনের দিক থেকে আসে তখন দান খয়রাত তাকে বাধা দেয়, যখন ফেরেশতা পায়ের দিক থেকে আসে, তখন মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া তাকে বাধা দেয়। (মু'জামুল আওসাত, হাদি: ৯৪৩৮)

কোরআন বেশি বেশি তেলাওয়াতকারীকে জান্নাতের তাজ পরিধান করানো হবে

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কোরআন কোনো দুর্বল লোকের ন্যায় এসে তার তেলাওয়াতকারীর নিকট উপস্থিত হয়ে বলবে আমাকে কি চিনো? আমি সে, যে তোমাকে রাত্র জাগিয়েছে আর তোমাকে গরমে পিপাসিত রেখেছে, নিশ্চই প্রত্যেক ব্যবসাকারী স্বীয় ব্যবসার ফল ভোগ করতে চায়। আর আজ আমি অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ছেড়ে তোমার নিকট এসেছি, অতএব কোরআন তেলাওয়াতকারীকে তার ডান হাতে বাদশাহী দেয়া হবে আর বাম হাতে চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকার আদেশনামা। তার মাথায় পরিধান করানো হবে শান্তি এবং সম্মানের তাজ। আর তার পিত-মাতাকে দেয়া হবে দু'টি মূল্যবান পোশাক, যার বিপরীত পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু তুচ্ছ মনে হবে। কোরআন তেলাওয়াতকারীর পিতা-মাতা আবেদন করবে হে আমার রব! এই সম্মান কোন আমলের কারণে? তাদেরকে উত্তরে বলা হবে তোমার সন্তানকে কোরআন শিখানোর কারণে। কোরআন তেলাওয়াতকারীকে

কিয়ামতের দিন বলা হবে যেভাবে পৃথিবীতে কোরআন তিলাওয়াত করতে এভাবে তেলাওয়াত করো এবং জান্নাতের স্তরসমূহে আরোহণ করতে থাক তোমার সর্বশেষ স্তর ওখানে হবে যেখানে গিয়ে তুমি তেলাওয়াত বন্ধ করবে।' (তাবারানী)

কোরআন তেলাওয়াত অন্তরের আনন্দ এবং চোখের জ্যোতি স্বরুপ এবং দুঃখ-বেদনা, চিন্তা, রোগ এবং পেরেশানী দূর করে

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির কোনো দুঃখ-চিন্তা হবে, তখন সে এ দোয়া পাঠ করবে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, তোমার বান্দা এবং তোমার বান্দীর ছেলে, আমার ভাগ্য তোমার হস্তে, আমার ওপর তোমার নির্দেশ কার্যকর, আমার প্রতি তোমার ফায়সালা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত, আমি সে সমস্ত নামের প্রত্যেকটির বদৌলতে যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টজীবের মধ্যে কাউকেও যে নাম শিখিয়ে দিয়েছ, অথবা স্বীয় জ্ঞানের ভান্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তার মাধ্যমে তোমার নিকট এই আকুল নিবেদন জানাই যে, তুমি কোরআনকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি বানিয়ে দাও, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্তা-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকন্ঠার বিদূরিতকারী। যখন কোনো ব্যক্তি এ দোয়া পাঠ

করবে তখন আল্লাহ তার চিন্তা এবং বেদনা দূর করে দেবেন, তার চিন্তাকে আনন্দে পরিণত করে দেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি দোয়াটি মুখস্থ করব? তিনি বললেন, কেন নয়; প্রত্যেক শ্রবণকারীর উচিত এই দোয়া মুখস্থ করা।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস: ৪৩১৮)

পরিশেষে বলা যায় যে, পবিত্র আল কোরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত অনেক। কোরআন তেলাওয়তের মাধ্যমে মানবজাতির সমস্ত রোগ যেমন- শির্ক, কুফর, মুনাফেকী, লৌকিকতা, হিংসা, রাগ, ঘৃণা, শত্রুতা ইত্যাদি দূর করা সম্ভব।

শিশুর অন্তরে কুরআনের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করার উপয়

কুরআন আল্লাহ সুবাহানাল্লাহু তায়ালার বাণী। নিজের সন্তানকে স্বচক্ষে কুরআনকে ভালোবাসতে দেখা, প্রত্যেক মুসলিম মা-বাবার জন্য অত্যন্ত গৌরব এবং সৌভাগ্যের। কিছু বিশেষ আয়াত মুখস্থ করাকে ঠিক কুরআনকে ভালোবাসা বলে না। যদিও আমাদেরকে তাই-ই শেখানো হয়। একটা শিশু যখন কুরআনকে ভালোবাসে, তখন সে দিনভর আয়াত তিলাওয়াত করাতেই আনন্দ খুঁজে পায়। কি পড়ছে সেটা বোঝার চেষ্টা

করে, কুরআনের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুতে আগ্রহ বোধ করে। শিশুরা প্রধানত তার চারপাশের পরিবেশ আর তাকে যারা দেখেশুনে রাখে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এজন্য শিশুদের সাথে কুরআনের মজবুত এবং ভালোবাসার একটা সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য মা বাবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১। দুআ করুন

একজন বিশ্বাসী বান্দার জন্য দুয়ার থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার আর নেই। বিশেষত সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালার অনুমতি ছাড়া কিছুই হয় না আর আল্লাহই পারেন সব সম্ভব করতে। দুআ করার জন্য সর্বপ্রথম আপনার নিয়তকে সহীহ করতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে, যেই ভালো কাজই আপনি করছেন বা করতে চাচ্ছেন সেটা যেনো অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। নিজের উদ্দেশ্যকে বহাল রাখতে কুরআনের এই আয়াতটি স্মরণ করতে পারেন,

> এটা সেই কিতাব, যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য। [সূরা আল-বাক্বারা (২) :২]

মনে রাখবেন, মা-বাবা হিসেবে সন্তানের দেখাশুনা করা আপনার কর্তব্য। আর এটাও খেয়াল রাখুন, আপনার সন্তানেরাও যেনো সবকিছু আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে।

মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। [সূরা আত-তাহরিম (৬৬): ৬]

২। আপনার সন্তানকে ঘন ঘন কুরআন পড়ে শুনান

আপনার শিশু জন্মের আগে থেকেই এটা শুরু করুন। অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন সময়ে যখন আপনি ঘর গুছাবেন, রান্না করবেন কিংবা বিশ্রামে থাকবেন তখন যতো বেশি পারেন কুরআন তিলাওয়াত শুনুন। আপনার শিশু যখন কান্না করবে বা বিরক্ত করবে তখন তাকে কুরআন শুনিয়ে শান্ত করানোর চেষ্টা করুন। যখন আপনার শিশুরা ধীরে ধীরে বড় হবে, প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য তাদের সামনে কুরআনের অডিও তিলাওয়াত ছেড়ে দিন। শিশুদের সাথে কুরআনকে পরিচিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তীতে তার জন্য কুরআন পড়া এমনকি সেটা মনে রাখাও সহজ হবে ইন শা আল্লাহ। শিশুর মনোযোগ কম বলে সারাক্ষণ তার পাশে বসে থাকার প্রয়োজন হবে না। কুরআন তিলাওয়াতকে শুধু জু'ম্মাবারের সাথে সীমাবদ্ধ করে ফেলবেন না। এখানে আপনার শিশুকে কুরআন মুখস্থ করার প্রতি নয় বরং অভ্যস্ত করার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

৩। আয়াত/অধ্যায়ের অর্থ নিয়ে আলোচনা করুন

প্রতিদিন কুরআন শোনানোর পাশাপাশি তার সাথে আয়াত বা সূরাটির অর্থ নিয়ে আলোচনা করুন। তার ওপর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা, শানে নুযূল চাপিয়ে দিতে যাবেন না। তার মনোযোগ আর আগ্রহ ধরে রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই বলুন। আপনার বলার ভঙ্গি শিশুর বয়স উপযোগী হওয়া জরুরি। যাতে করে সে সহজে তা বুঝতে পারে এবং সেই অনুযায়ী পালন করতে পারে।

> এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার (রাসূল সাঃ) প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেনো তা অনুধাবন করে। [সূরা ছোয়াদ (৩৮): ২৯]

৪। কুরআনের সুন্দর সুন্দর গল্পগুলো তাকে বলুন

আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তায়ালা কুরআনে বেশ কিছু ঘটনা বলেছেন। প্রতিটি গল্পই শিক্ষামূলক এবং অনুপ্রেরণামূলক। আপনি এই গল্পগুলো আপনার সন্তানকে পড়ে শুনাতে পারেন বা তাদের এই সম্পর্কিত ইসলামিক কার্টুন ভিডিও দেখাতে পারেন।

এগুলো শিশুকে কুরআনকে তার মানসপটে এঁকে নিতে এবং বুঝে পড়তে সাহায্য করবে।

> আমি তোমার (রাসূল সাঃ) নিকট উত্তম কাহিনি বর্ণনা করেছি, যে মতে আমি এ কুরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে। [সূরা ইউসুফ (১২):৩]

৫। ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাদেরকে উৎসাহিত করুন

আপনার সন্তানের প্রতি ধৈর্য ধারণ করুন এবং তাকে একবারে বেশি কিছু করতে জোর দিবেন না। কুরআন শোনাকে অপ্রিয় কাজে পরিণত করে ফেলবেন না। ধৈর্য রাখুন, আপনার সন্তানের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অল্পকিছু সময়ই যথেষ্ট। পরবর্তীতে হয়তো সে নিজ থেকেই বেশি সময়ের জন্য শুনতে বা পড়তে চাইবে। তাকে ভালোবাসুন এবং শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকুন। কারণ শাস্তি দিলে তার কুরআনের প্রতি এক ধরনের বিরক্তিভাব চলে আসবে। এমনকি আপনি আশেপাশে থাকলে সে হয়তো আপনার ভয়ে কোনোমতে কুরআন শুনবে। মনে রাখবেন, আপনার উদ্দেশ্য হলো তাকে

কুরআন ভালোবাসতে শেখানো। সে যেনো কেবল আপনাকে সন্তুষ্ট করতে কুর'আন না শুনে। সে কুরআনকে যতো বেশি ভালোবাসবে ততোই সে আল্লাহকে স্মরণ করবে।

> যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়। [সূরা আর-রাদ (১৩): ২৮]

যখনই আপনার বাচ্চারা কুরআন শুনবে বা তিলাওয়াত করবে তাদের প্রশংসা করুন। হাসুন, তাদের এই কাজ গুলোকে আপনি কতোটা পছন্দ করছেন এবং গর্বিত বোধ করছেন সেটা তাদের বুঝতে দিন। তাদেরকে ঘন ঘন লোভনীয় পুরষ্কার দিয়ে অভ্যস্ত করে ফেলবেন না। যদি তাদেরকে পুরষ্কার দিতেই চান, তবে সেটা যেনো হয় বিরল এবং স্বতঃস্ফুর্ত হয়। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, আপনার সন্তানের কুরআন পড়ার সাথে তাৎক্ষণিক ও নির্দিষ্ট কোনো উপহারের সম্পর্ক থাকুক। বরং আপনি তার কাছে কুরআনের। গুণাবলী নিয়ে কথা বলুন।

> এবং আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। [সূরা আল ইসরা (১৭) :৮২]

৬। পরিবারকে সময় দিন এবং তাদের সাথে খেলুন

পুরো পরিবারকে সময় দিন। এবং কুরআনের বিষয়গুলোর আলোকে তাদের সাথে উপযুক্ত খেলা খেলুন। যেমন ধরা যাক, তাদের সাথে প্রশ্নোত্তর বা কুইজ খেলুন অথবা নিজেদের মধ্যে দল তৈরি করে প্রতিযোগিতা মূলক খেলা করুন। যেটা হবে তাদের জন্য স্নেহপূর্ণ ও আনন্দদায়ক। আবার সবার অংশগ্রহণে কোনো কিছু চিন্তাভাবনা, আলোচনা করে সৃজনশীল কোনকিছু তৈরি করা যেতে পারে।

৭। তারা যা শিখেছে সেটাই বলতে অনুপ্রাণিত করুন

উসমান (রাঃ) দ্বারা বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন,

যখন আপনার সন্তানদের কুরআনের প্রতি জ্ঞান বাড়তে থাকবে, তাদেরকে বলুন সেটা আপনার সাথে ভাগাভাগি করতে। এবং তাদের সাথে সাবলীল হোন যাতে তারা উচ্চারণে কোনো ভুল করলে আপনি তা ধরিয়ে দিতে পারেন। তারা যতটুকুই শিখতে পেরেছে সেটুকুতেই তাদের সেরা করে তুলুন।

তোমাদের (মুসলিম) মধ্যে সেই বেশি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শেখায়।

৮। তাদেরকে উদাহরণের মাধ্যমে দেখান

আপনার কৃতকাজ আপনার কথার থেকেও বেশি অনুকরণীয়। শিশুদের কোনো কাজ করতে বলার চেয়ে তাদের সেই কাজ করে দেখালে কাজটি করতে তারা বেশি উৎসাহ বোধ করে। দিনে অল্প কিছু সময়ের জন্য হলেও কুরআন শুনুন এবং তিলাওয়াত করুন। তারা যখন দেখবে, আপনি কুরআনকে কতোটা ভালোবাসেন এবং গুরুত্ব দেন তখন তারা আপনাকে অনুসরণ করতে আরো আগ্রহ বোধ করবে ইনশাআল্লাহ।

> যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবনা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী। [সূরা আত-তূর (৫২): ২১]

দিনশেষে, আপনি আপনার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকুন এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন। যে কোনো কিছুর ফলাফল কেবল মাত্র আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল। আমরা প্রত্যেকেই জান্নাতে আমাদের সন্তানদের সাথে মিলিত হতে চাই। এজন্য ভালো কাজের জন্য চেষ্টা করতে থাকুন এবং আপনার সন্তানদেরকেও সেটা করতে সাহায্য করুন ইন শা আল্লাহ।

শেষকথা

পরিশেষে বলা যায় যে, যথাযথভাবে কুরআন শিক্ষা করা ও সুন্দরভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা মুমিনের জন্য যরূরী। প্রতিদিন কমপক্ষে দুই পৃষ্ঠা ও রামাযানের প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা কুরআন তেলাওয়াত করা কর্তব্য। যা মুখস্থ আছে তা সংরক্ষিত রাখা ও আয়াতগুলির অর্থ ও মর্ম অনুধাবন করা, সেইসাথে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গঠন করা কর্তব্য। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

এ কথা সকল মুসলিমের জানা উচিৎ, কেবলমাত্র মুসলিম হওয়াই জান্নাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামী জীবনবিধানকে অনুসরণ করতে হবে অনুসরণ করার মত। তবেই কেবলমাত্র সফলতা আসতে পারে। আল্লাহ বলেন, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى 'অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না' (ত্বহা ১২৩)।

ইসলামকে অনুসরণের জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ জ্ঞান। বিশুদ্ধ জ্ঞানের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। সুতরাং ইহলৌকিক জীবনে সুপথ প্রাপ্ত হওয়া এবং

পারলৌকিক জীবনে মুক্তিলাভের জন্য আমাদেরকে মানবজাতির উদ্দেশ্যে মহান রাববুল আলামীন প্রেরিত এই মহা হেদায়েতগ্রন্থ পবিত্র কুরআনকে যে কোন মূল্যে শিখতে হবে। কুরআনের নির্দেশাবলী জানতে হবে। নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব